সাধারণ বিষয়াবলি ঃ (জানা প্রয়োজন)

শিবিরের ধাপ ঃ ৪টি । ১। সমর্থক ২) কর্মী ৩) সাথী ৪) সদস্য।

শিবিরের প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেবরুয়ারি।

শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিঃ শহীদ মীর কাশেম আলী।

শিবিরের প্রথম শহীদ ঃ শহীদ সাব্বির আহম্মেদ

শিবিবের মোট শহীদ সংখ্যা ঃ ২৩৪

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা সাল ঃ ১৯৪১ সাল।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতাঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী।

শরীয়ত সম্পর্কিত বিষয়াবলি ঃ

অজুর ফরজ ঃ ৪টি ১) মুখমন্ডল ধৌত করা ২) দুই হাতের কুনুই পর্যন্ত ধোয়া।
৩) মাথা মাসেহ করা ৪) গিড়াসহ পা ধোয়া।

গোসলের ফরজ ঃ ৩টি ১) কুলি করা ২। নাকে পানি দেওয়া।
৩) সমস্ত শরীর ধৌত করা।

গোসল ফরজ হয় কেন হয় ? ১। স্বপ্নদোষ হলে ২) স্ত্রী সহবাস করলে ৩। হায়েজ নেফাজ হলে।

কোরআনের মোট সূরা সংখ্যা ঃ ১১৪টি. মাক্কিঃ ৮৬টি, মাদানিঃ ২৮টি।

এছাড়াও কমপক্ষে ৪টি সুরা অর্থসহ মুখস্ত করতে হবে।

শিবিরের দায়িত্বশীলদের নাম ঃ

কেন্দীয় সভাপতি ঃ জাহিদুল ইসলাম

সেক্রেটারী জেনারেলঃ নুরুল ইসলাম (সাদ্দাম)

শহর সভাপতিঃ শফিকুল ইসলাম

শহর সেক্রেটারীঃ মাজেদুল ইসলাম

ইটাখোলা সভাপতিঃ ইসমাইল হোসেন

ইটাখোলা সেক্রেটারীঃ মাফিজুল ইসলাম

ইটাখোলা অফিস সম্পাদকঃ শাহিন আলম

ইটাখোলা অর্থ সম্পাদকঃ মাসুম রহমান (বিল্লাহ)

ইটাখোলা সাহিত্য সম্পাদকঃ রাকিব ইসলাম

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দায়িত্বশীলদের নামঃ

কেন্দ্রীয় আমীর ঃ ডাঃ শফিকুর রহমান

সেক্রেটারী জেনারেলঃ মিয়া গোলাম পরওয়ার

জেলা আমীরঃ মাওলানা আব্দুস সাত্তার

জেলা সেক্রেটারীঃ মাওলানা আন্তাজুল ইসলাম

বিসমিল্লাহীর রাহমানীর রাহীম

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

ইটাখোলা সাংগঠনিক থানা শাখা

কর্মী সিলেবাস

শিবিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল সাঃ প্রদর্শিত জীবন বিধান অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবনের পুনঃ বিন্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

ভিশন ঃ

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ,দক্ষ ও দেশ প্রেমিক নাগরিক তৈরী।

স্লোগান ঃ

দাওয়াত এবং প্রশিক্ষনে মজবুত হবে সংগঠন,জ্ঞানের আলোয় গড়ব সমাজ, সফল হবে আন্দোলন।

পাঁচ দফা কর্মসূচি

১ম দফা-দাওয়াতঃ তরুন ছাত্র সমাজের কাছে ইসলামের আহবান পৌছিয়ে তাদের মাঝে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলনের দায়িত্বনুভুতি জাগ্রত করা।

২য় দফা-সংগঠন ঃ যে সব ছাত্র ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নিতে প্রস্তুত তাদেরকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা ।

৩য় দফা প্রশিক্ষণ ঃ এই সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ ছাত্রদেরকে ইসলামী জ্ঞান প্রদান এবং আদর্শ চরিত্রবানরূপে গড়ে তুলে জাহেলিয়াতের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করার যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী হিসেবে গড়ার কার্যকরী ব্যবস্থা করা।

৪র্থ দফা- ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্রসমস্যাঃ আদর্শ নাগরিক তৈরীর উদ্দেশ্যে ইসলামী মুল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের দাবিতে সংগ্রাম এবং ছাত্র সমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান।

৫ম দফা-ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ ঃ অর্থনৈতিক শোষণ,রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সাংস্কৃতিক গোলামী হতে মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামী সমাজ বিনিমাণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

কর্মীর কাজ ঃ ৮ টি

১. কুরআন,হাদীস নিয়মিত বুঝে পড়ার চেষ্টা করা
২. নিয়মিত ইসলামী সাহিত্য পড়া
৩. ইসলামের প্রাথমিক দাবীসমূহ মেনে চলার চেষ্ট করা
৪. বায়তুলমালে নিয়মিত এয়ানত দেয়া
৫. কর্মী সভা, সাধারন সভা প্রভুতি প্রোগ্রামে যোগদান
৬. সংগঠন কতৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।
৭. নিয়মিত রিপোর্ট রাখা ও দেখানো
৮. অপরের কাছে সংগঠনের দাওয়াত পৌছানো

কর্মীর বৈশিষ্টঃ ১। নিয়মিত রিপোর্ট রাখা ২। বায়তুলমালে নিয়মিত এয়ানত দেওয়া।
৩। দাওয়াতি কাজ করা । ৪। কর্মী বৈঠকে উপস্থিত হওয়া।